জতুগৃহ

নাটক: সামিনা লুৎফা নিত্রা

সংগীত:

"আমারে কেউ খুন করে নাই" গানের কথা: সামিনা লুৎফা নিত্রা; সুর: ব্রাত্য আমিন।

"কারখানা কেন বন্দিশিবির" – গানের কথা ও সুর: কফিল আহমেদ।

[ভ্যানচালক নবী খুব দ্রুত প্যাডেল চালাতে চাচ্ছে। ভ্যান এ্যাত্তো ভারী যে ওর পা চলতে চাইছে না। নবীর মাথা ঘুরছে; গা গুলাচ্ছে]

নবী: উফ! কী গন্ধ! নাকে মনে হয় এখনো লাইগ্যা রইছে! না না, আসলে ধুমা আর গোন্ধটা আমার মাথার ভিরত্তে ঢুইকা গেছে।

সবাই: [সবাই] মাথার ভিরত্তে ঢুইকা গেছে।

নবী: কুত্তার বাচ্চা, নডীর গরের নডী! এডি মানুষ না ইবলিশ। আর কত্ত ট্যাহা লাগে রে চুরের বংশ চুর। এত্তোডি মানুষ, এত্তোডি লাশ। পুইড়া ছাই! ছাই আর কয়লা! কয়লা, ছাই আর হাড্ডি ঢুকাইছে এই বস্তাত! আর কী গোন্ধরে ভাই! আহহারে, কত্ত মায়ের বুক খালি করছে। কত্তডি মানুষরে মাইরালছে ভাই। ভাইগো!

[নবী ভ্যান থামায়, চোখ মোছে। এই ফাঁকে নবীর ভ্যানের একসওয়ার উঠে বসে। সাদা প্লাস্টিকের মোড়কে আপাদমস্তক ঢাকা। দড়ি বাঁধা। বলে -]

ফেন্সী: এই নবী ভাই, চুপ করেন। আমারে কেউ খুন করে নাই।

[গান] "*আমারে কেউ খুন করে নাই*"

নবী: তাইলে তুই মরলি ক্যামনে? ওই ছেমরি কি কস না কস!

[ফেন্সী হাসে। হাসতে হাসতে কাপড় ছাড়ে। ভ্যানের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে।]

ফেন্সী: ছেমড়ি না, আমার নাম ফেন্সী। হামিদাও কতি পারেন। বাড়ি সেই সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর। চিনিকল থাকি বেশ দূর। আমি আর শাহিনুর, নজীরনবুর সাথত আসছিনু ঢাকা। গামের্ন্টসে ঢুকার সখ। নজীরনবু পুড়ি মলো হামিম গার্মেন্টসত। হামাক তখনি ঢুকাছিলো তাজরীনে। মাক কহিছু, কানবানা, খবরদার! কে শুনে কাহার কাথা! ম্যায়া মানুষ পারে খালি কান্দিবার।

[রফিক আর আরমান দৌড়ে ঢোকে আর নবীর ভ্যানের দিকে এগোয়! ভ্যানের সওয়ারদের নাড়ে।]

আরমান: আমার বিউটিরে দেখছো? আমরার লাবলী? ৩ তালার মাল না?

রফিক: আচ্ছা, ডি.এন.এ টেস কই হয়, জানেন? ঢাকা? যাওয়াই লাগবো?

আরমান: এইখানে হয় না? রফিক ভাই, আমার টাকা পিরাই শেষ! ঢাকা ক্যামনে যাবো? ও ভ্যান ভাই, এগুলা কই নেন? নিয়েন না ভাইডি, পা ধরি! আমার লাবলী থাকতে পারে। আমার তিন মেয়ে লাকী, লাবলী আর বিউটি। তিনজনই ছিল সুইং সেকশনে । আগুন যখন লাগে তিনজনের সাথেই কথা হইছিল। বলছিলো, আব্বা আমরা আছি একসাথে জড়াজড়ি। আপনার আর চিন্তা করা লাগবে না আমাদের নিয়া। ভ্যান ভাই, তিনটা লাশ একসাথে দেখছিলেন নাকি? আমি ক্যামনে চিনি–আমার নিজের মেয়ে। ও ভ্যান ভাই, এগুলা নিয়েন না ভাইডি ।

রফিক: আমগো লাশগুলা না দিক, আমারেসহ জ্বালাইয়া দিক। আমরার টাকা লাগতো না। আমার মিমি, পোয়াতি ছিলো। কই পাবো ওরে? আপনার ভ্যানে তো নাই। থামেন ভ্যান ভাই, কার না কার বুকের ধন, কই ন্যান? অর লোকেরা আইসা খুইজে পাবে না পরে।

ফেন্সী: [অথবা হামিদা হঠাৎ রেগে বলে] অই ব্যাটা, শইলত আত দিলি খারাপ হবো, কলাম। সর। …কয়টার দিক জানি ফায়ার এ্যালান বাজলো একবার! ৩ তলাত আছিনু, দৌড়ি গেছি গেটোত্। ভিড় কী! বাপরে বাপ! সগাই ভিড় নাগাছে গেটোৎ। কে জ্যানবা আসিয়া, কি ব্যান কলু, সগ্গাই যে যার কাজে ফিরে গেনু। নিচের সুপারভাইজার না না ... ম্যানেজার হব। পেছনের শান্তাক জিগ্যাস করলাম যে, কী ঘটনা?

শান্তা: ফল্স টেস্।

ফেন্সী: ফল্স হলি দেয় ক্যান এডি, বাল।

শান্তা: কামের টাইমত অত কথা বলা-কওয়ার সুযোগ কুতি! চুপ থাক।

ফেন্সী: খালি যে চুপ থাকতি কস–আমাগো এই বিটা নেয় কুতি?

নবী: জাহান্নামে।

শান্তা: ততক্ষণে একটু ভয় ভয় লাগতেছে! মনে হইলো যে রহমান ভাই একদিন বলছিলো যে–

রহমান: আগুন নিভানির যন্ত্রগুলার একটাও ঠিক নাই। মহড়ার টাইমে আমি ম্যানেজার স্যারেরেও বলছি। স্যারে বললো বড় স্যারে বলছে এখন টাইম নাই। এইডা কেমন কথা, ক'তো? আল্লা না করে, তবু আগুন লাগলে সবার আসে সিঁড়ি দিয়া নাইমা যাবি।

শান্তা: আবার ভাবলাম, যুদি সত্যই আগুন লাগে তখন? কিযে সব আব-ঝাপ ভাবতেছি, ছাই! ছাই রে ছাই! কত্ত ছাইরে নবী ভাই!

সবাই: আগুন আগুন আগুন!!! [কোরিওগ্রাফী]

: ফ্যাক্টরীর তিনতলায়। খালি ছাই আর ছাই! আর যে কী গোন্ধো। এবা গোন্ধো জীবনেও শুনি নাই, আর শুনিবার উপায়ও নাই!

: জীবনভর এই গোন্ধো ভর করে থাকলো রে নবী ভাই! মরণেও নিস্তার নাই।

: আর যে কি গোরম, বাবা রে! নিজের চামড়া, চুল পুড়তিছে, এই গোন্ধো শুংছিস কুনোদিন, বাহে?

: [ফোনে] আমরা আর বাইচত পারতাম না, আম্মাগো, আগুন দাউ দাউ জ্বলে–আমার লাশটা নিত আইস।

: কোলাপছিবলের তালাটা বন্ধ ছিল বাইর থেকে। হামরা বারাইতে পাইননুনা ।

: [ফোনে] কনকের আব্বা, আর তো দেখা হইবোনা আমার কনক-কুসুমেরে দেইখা রাইখো গো। কুসুমের জন্য বাত্তিয়ালা জুইতা কিনছিলা? আহারে দেখা হইলো না। তুমি বিড়ি খাওয়াডা ছাইরা দিও–

: দুষবো কাক? নিজের কাপড়ে আগুন, মাথার চুলত আগুন। কাপড়ে আগুন লাগবো তাই সবাই কাপড় খুলে দিলাম। চুল কাটলাম। তারপর খালি দৌড় আর দৌড় ।

: লিলিফা, আয় বুনডি, চুল কাটি। কাপড়ডা খুল, লজ্জা পাইস না। খুইল্যা ফেল ।

: বাইরের চামড়া ঝলসায় রে নবী জিয়ন্ত মানুষ আমরা সগ্‌গলে জড়াজড়ি, মরি গেনু!

: ১২ডা ঘন্টা ধইরা পুড়লাম। আমারে দেইখ্যা সবাই নাকে-মুখে কাপড় দেয়

: [ফোনে] ওরে তোমরা মাইনা নিও, ভাইজান। বাচ্চাডা আমার পেডে আমার সাথেই থাকলো। তোমাদের জামাইরে তোমরা আর দূরে দূরে রাইখো না। সে খুব একা হইয়া যাইবো। তোমার হাতে ধরি, পায়ে পড়ি – ওরে তোমরা মাইনা নিও। আর সময় নাই, আমরার আর সময় নাই। কী ধোয়া! আহ্ একটু বাতাস যদি থাকতো! আমার বাবুর আব্বাকে বলা হইলো না।

: জানালা ভাঙলো না, আগুন নিভলো না, কোলাপছিবলের তালাটা কাহই খুললো না নিজের চামড়াটা পুড়ি, গাও পুড়ি য্যান আত্মার মধ্যি যায়া আগুনটা ধরি গেলো। কী গোরম, বাবা, তারপর কী যে শান্তি মরি কী বাঁচাটা যে বাঁচলাম, আহ্ আর কুনো কষ্ট নাই।

: আমাক কেউ মারে নাই রে, আমাক কেউ মারে নাই। মরি বাচি গেনু ।

নবী: তুমারে মারে নাই! আর ক্যামনে খুন করলে তুমগো মারা হইবো!

শান্তা: কেউ আমাদের খুন করে নাই!

নবী: মালিক বীমার টাকাটাত ঠিকি তুলব, তুলব না? তুমরা ক্যান কুনো কথা কও নাই। ক্যান ভাবো নাই যে তুমাদের ক্যান ফায়ার এক্সিট নাই?

রহমান: আছেতো। তয় বাইরে দিয়া না ভিতরে দিয়া। ফায়ার সিড়ি নামতে নামতে গিয়া ঢুকছে একতালার গোডাউনের ভিতরে। বাইরে দিয়া হইলে তো বাইচাই গেছিলাম।

নবী: তুমরা শালার গাধার বাচ্চা। তুমাদেরে মউমাছির মত পুরায়া মারল আর তুমরা কও তুমাদেরে কেউ খুন করে নাই!

দেলোয়ার: অ্যাত্তবড় গাধার বাচ্চা জিবনে দেখ নাই আর দেখবাও না। আমাগো শ্রমিকের পোন্দে বাশ দিয়া দ্যাশ জাতিরে চাঙ্গে উঠায়া দিলো আর আমরার জন্য রাখছে পুইড়া মরার বন্দোবস্ত। তাও আমরা কমু না কিছু। হালার পুঙ্গির পুতেগো দ্যাশ!

[পাগল বকর একটা শিশু কোলে করে ঢোকে]

শান্তা: ওই দেখ, আরেক পাগলের আমদানী! বকর, খুব কষে বিড়ি টানে। মনে হয় যেন বিড়ির মধ্যে গাজা টানতেছে! কাছে আসলে দেখা যায় যে গাজা বিড়ি কিছুই না, খালি হাত মুঠ করে ফুকছে।

বকর: লাফ দিয়া পড়ছে যারা হ্যারাও কি ক্ষতিপূরণ পাইবো? আমার দুধের বাচ্চাগুলারে কই রাখি? আমার কনক-কুসুমরে নিয়া আমি কার কাছে যাব? নবী ভাই, কুসুমরে তুমি নিবা? পয়সা লাগবো না, এমনেই দিলাম যাও। ভাবীর কত কষ্ট একটা বাচ্চার জন্য। আশফিয়ার শখ ছিলো তাই এই বাত্তিওয়ালা জুতা কিনছি কুসুমের। জুতা সহই দিয়া দিমুনে তোমারে। নিবানা?

নবী: আসলেই তো চিন্তার কথা, যারা আগুন থেকে বাচতে জানালা দিয়ে লাফ দিয়েছে তারা ক্ষতিপূরণ পাবেতো? আর যারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শেষ, তাদেরটা কে পাবে? হারামজাদারা ফাঁকি দিবে নাতো!

হিসাবতো বহুতই জটিল দেখা যায়! [সবাই হাসে]

হামিদা: ঐ হিসাব বলে জটিল! আরে ১২৭ কুটি টেকা মাইনসে দিছে শ্রমিকগ দেওনের লাইগ্যা। মাত্র ২৭ কুটি দিছে আর বাকি টেকার তো কুন হদিশই নাই। হাহাহা হিসাব বলে জটিল হিসাব তো পানির মত সুজা: কিচ্ছু দিবো না। কিচ্ছু না।

[শান্তার পাশে ততক্ষণে উঠে বসেছে ভ্যানের আরো কয়েক সওয়ার। তারা হাসে--ফিকফিক করে। কী যে সুন্দর তাদের চেহারা, হাসি ঝলমল তারুন্যে ভরা তাজা চোখ-চুল-দেহ। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির কারণে বাধাপ্রাপ্ত ছোট কাঠামোর দেহ কাঁপিয়ে ওরা হাসে। নবী গাল দেয়]

ওই পুঙ্গির পুতেরা, হাসছ্ ক্যা? তোগো হোগায় কেউ সুড়সুড়ি দিছে?

[কেরামতরা হাসি থামায়], বলে:

: নবী ভাই, তোমার চ্যাত দেইখা হাসি! আমাদের উপরে চেইত্যা লাব কী?

: আমাদের চ্যাত-ভ্যাত নাই রে ভাই। আমরা চেতলে নাশকতা, ভাবমুত্তিক্ষুন্ন। মালিকের ঘুম নাই, পুলিশের লাভে লাভ।

: পুলিশে আমগোরেও পোন্দায় আর মালিকের থিকা টেকা লয়

: আও চায়। কয় ট্যাকা দে নাইলে মামলা দিলাম, নাশকতার ।

: নাশকতা কী গো ভাই? পুইড়া মইরা যাওয়া মানে নাশকতা?

: আরে না। বিল্ডিং ধইসা চাপা পইড়া মইরা যাওয়া হইল নাশকতা

: ধুর তোরা কিচ্ছু জানোস না, আরে বিল্ডিং ধইরা ঝাকাঝাকি কইরা হেইডা ফালায় দেওয়া হইল নাশকতা--

: আমরা চেতলে মাইনকা চিপায় ক্যারা? আমরাই! আর লাভ? পুলিশের, মালিকের আর বিজিএমইএর! আমগো বলদ পাইছো না! লেবাররা চেইত্যা পরে মাইনকা চিপায় পড়ি আরকি!

[কেরামত হঠাৎ নবীর লুংঙ্গি ধরে টান দেয়]

: নবী, তুমি শালা বাম নাতো? লেবারগো চ্যাতায়া তোমাগো লাভ কী আমি তো বুঝিনা।

: বাম শালা আবার আমাদের পুঙ্গির পুত কয়! পিডা!

: এরা ভারতের টাকা খাইয়া আমগো দেশের ভাবমূর্তি খারাপ করে।

: না, এইডা চীনের টাকা খাইছে

: আরে থাম, এঁরা আসে বইলাই কিন্তু বাইচা আছে শ্রমিক নাইলে তো অনশন কইরা না খাইয়া মরতে হইত।

[ওরা ধস্তাধস্তি করে কিছুক্ষণ, বাকীরা হাসে]

নবী: তোরা আমার উপরে চ্যাতস ক্যান যেই মালিকেরা তোগো পুইড়ালছে হ্যাগো উপরে না চেইত্যা নবীরে পাইছো আর পাইছো বামগো। তুরা হাছাই গাধার বাচ্চা গাধা।

মহব্বত: গার্মেন্টস কর্মীদের রাগতে নাই। আমরা রাগলে সব্বার ক্ষতি, তাই আমরা চেতি না।

: আমরা পুড়ি, খাক হই, ছাই, কাঠ, পোড়া কাঠ তয় চেতি না। আমরা মরলে আমরাই মরলাম, চেতলে মারলাম মালিকরে, দেশের ভাবমূর্তিরে।

নবী: তোদের মারার চেয়ে ওরম মালিকের মরাই ভালো ।

মহব্বত: আমাদের কেউ মারে নাই।

গান:

জতুগৃহ পোড়ে, লগে মৌমাছিও পোড়ে

পান্ডবদের সুড়ঙ্গ ছিল

আমাদের এক্সিট নাই!

আমরা মরছি নিজেরাই।

আমারে কেউ খুন করে নাই।

[আরেক ভ্যানের চালক হযরতও পৌঁছেছে ওখানেই। সেও থামায় ভ্যান নবীর দেখাদেখি। ওই ভ্যান থেকে নেমে আসে ফারুক। নবীকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদে। ইনিয়ে-বিনিয়ে সুর করে কাঁদে ফারুক। নবী কিছু বলে না। গালাগালি করতেও ইচ্ছা করে না। আহা কান্দুক।]

ফারুক: আমার বউ লিমা আর তার ছোটবোন শিরীন ছিলো পাঁচ তালায়। শিরীন নিখোঁজ, লিমা জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিলো। কী ভাবছিলো লিমা? উড়াল দিলে ডানার আগুন নিভা যাবে, পৌছাবে সে আমার কাছে তিন তালায়? হাসপাতালেও লিমার জ্ঞান ফেরে নি। লিমার লাশ আজকে দেয়া হবে ওর বাবার কাছে। ওর দাফন হবে ওর দেশের বাড়িতে।

নবী: তুমি কেডা?

ফারুক: আমি আছিলাম মেশিন অপারেটর ফারুক, এখন আমি অজ্ঞাত পরিচয় হাড়-গোড়ের বস্তা। যামু আন্‌জুমানে মফিদুল, তারপর জুরাইন নয় আজিমপুর ।

নবী: এ্যাহ, শখ কত, আজিমপুর! [ভাবে নবী] তুই হলি পুঙ্গির পুত লেবার, তোরে দিবো আজিমপুর! জুরাইন জুটলেই শুকুর করিস ব্যাটা।

ফারুক: তিনতালা থেকে বাইর হইতে পারি নাই। আমিতো পোড়া হাড়-মজ্জা নিয়া তালাবন্ধ গেটের সাথে চেটকাইয়া ছিলাম। আগুন নিভার পর, যখন তালা খুললো, কোলাপসিবল গেটতো আর খুলতে পারে না। আমি আটকায় রইছি গেটে। [হাসে] যে লোকটা আমারে টাইনা-চাইছা তুইলা

বস্তায় ভরছিলো, সে তার ঘিলুতে আটকাইয়া যাওয়া আমার গন্ধরে তাড়ানোর চেষ্টা ছাইড়া দিয়া নিজের হাতের দিকে খালি তাকায় থাকে।

মহব্বত: গেটে আটকাইছিলা ক্যান? তোমরা দেশের ভাবমূর্তির কথা একবারও ভাবো না। নাশকতার উদ্দেশ্য না থাকলে এসব কেউ করে?

ফারুক: আমি আবার নাশকতা কেমনে করলাম? আগুন লাগার আগ পর্যন্ত আমিত কামই করতাছিলাম। আগুনের ধোয়াটা লাগতেই আমি গেটে গেলাম। আমার লিমা যদি নাইমা আসতে পারে! ওদের তালাটা যদি খোলা থাকে! তার হাসিটা আরেকবার দেখার আশায় গেটের ফাকে দিয়া আগুনের ভিতর দিয়া হাতটা বাড়ায়া রাখছিলাম। জন্মের মতো একবার খালি বলতে চাইছিলাম যে চা দিতে দেরি করছিল ব্ইলা তারে যে কত উল্টা-সিধা কইছি সকালে, ওইগুলান মনর কতা আছিল না। একবার খালি কইতে পারতাম কতাডা।

[নবী আর চিৎকার করতে পারে না। ওর কেমন কান্না পায়। চিৎকারের চেষ্টায় রাগে ফ্যাসফ্যাসে গলায় গজরায়।]

নবী: পুঙ্গির পুতেরা অত অত ভালোবাসা পরানের মদ্যে রাইখ্যা মইরা গেলি ক্যান? কোনো পুঙ্গির পুতে কিচ্ছু কইলো না। করলো না। না করলো বালের সরকার, না করলো কেউ। দুই ফোঁটা চক্ষের পানি--সব দুষ মাপ। বালের দেশ, বালের চাকরি, বালের জীবন। তোগো মরাই ঠিক। তোগো মারাই ঠিক!

গান:

কারখানা কেন বন্দিশিবির?

জীবন কেন এতটা স্থবির?

এত কাজ তবু মজুরী পাইনা

বাঁচার মত মজুরী পাইনা

চাই না, আমি চাইনা আমি চাইনা

বদ্ধ এই বদ্ধ ঘরে আমার এ আটক মানি না

তোমার এ আটক মানি না

মানি না মানি না মানি না